ছাত্রলীগের সংঘর্ষ, বন্ধ নোবিপ্রবির সালাম হল

নোয়াখালী প্রতিনিধি
৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ২৩:৪৪

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ঘটনায় অনির্দিষ্টকালের জন্য হল বন্ধ ঘোষণা ও সব পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার মধ্যরাতের এ সংঘর্ষে শিক্ষকসহ ২০ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন- বিশ্ববিদ্যালয়ের আব্দুল মালেক উকিল হলের প্রভোস্ট ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান ড. ফিরোজ আহমেদ, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হলের সহকারী প্রভোস্ট ইকবাল হোসেন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর আল আমিন শিকদার।

এ ঘটনায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বিরাজ করায় ছাত্রদের ‘শহীদ আবদুস সালাম হল’ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয় এবং সব ছাত্রকে হল ছাড়তে নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিকে সংঘর্ষের পর শহীদ আবদুস সালাম হলে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। এ সময় হলের বিভিন্ন স্থান থেকে বিপুল পরিমাণ দেশি অস্ত্র, মদের বোতল উদ্ধার

করা হয়েছে।

ড়শলভঠ সোমবার দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় সদর উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. জাকারিয়া ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের সহকারী প্রভোস্ট ইকবাল হোসেন বলেন, শনিবার দিবাগত রাতের উদ্ভূত পরিস্থিতি সমাধানের জন্য গত রবিবার সন্ধ্যায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিম এবং প্রভোস্টরা বসেছিলাম। এমতাবস্থায় কিছু ছাত্র এসে জানায়, তাদের হুমকি-ধমকি দেওয়া হচ্ছে। এ নিয়ে ফের উত্তেজনা দেখা দেয় এবং এ সময় আমি নিজেও আহত হই। সেই সঙ্গে প্রভোস্ট ড. ফিরোজ আহমেদ মাথায় আঘাত পান।

আহত ড. ফিরোজ আহমেদ বলেন, বিবদমান দুই গ্রুপের মুখোমুখি সংঘর্ষ থামাতে তিনি ঘটনাস্থলে যান। এ সময় তাকে লক্ষ্য করে মাথায় আঘাত করা হয়।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. নেওয়াজ মো. বাহাদুর বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ক্যাম্পাসে শতাধিক পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সবাইকে হল ত্যাগ করার নির্দেষ দেওয়া হয়েছে এবং পুলিশ হেফাজতে সবাইকে হল থেকে মাইজদীতে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

advertisement

একই সঙ্গে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের আলোকেই দোষীদের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও জানান তিনি।

এ দিকে রাত দেড়টার দিকে এক ঘণ্টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের হল ত্যাগ করতে বলায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন শিক্ষার্থীরা। তারা ওই সময় বলেন, এতো রাতে আমরা কোথায় যাব?

জানা যায়, সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি রবিন ও সাধারণ সম্পাদক ধ্রুবর সমর্থকদের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সংঘর্ষ বাধে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থি নিয়ন্ত্রণে আনে। রবিবার সন্ধ্যায় উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত দুই গ্রুপের বৈঠক হয়। রাত প্রায় আটটার দিকে বৈঠক চলার এক পর্যায়ে পুনরায় দুই গ্রুপের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। পরে উভয়ের মধ্যে আবারও সংঘর্ষ বাধে। এ সময় ককটেল বিস্ফোরণ, ভাঙচুর চালানো হয়। এতে আহত হন শিক্ষকসহ অন্তত ১০ জন।

নোয়াখালী পুলিশ সুপার (এসপি) আলমগীর হোসেন জানান, প্রায় তিন ঘণ্টা অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে দেশিয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। অস্ত্রগুলোর মধ্যে বড় কিরিজ, চাপাতি, দা, বটি, রড়, লাঠি ও হাতুড়ি রয়েছে। এ বিষয়ে বিশ^বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সব ধরনের পরিস্থিতি এড়াতে বিশ^বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।